বিল্‌স শ্রম সংবাদ

জুলাই-আগস্ট, ২০১৮

আতঙ্কের আরেক নাম সেপটিক ট্যাংক

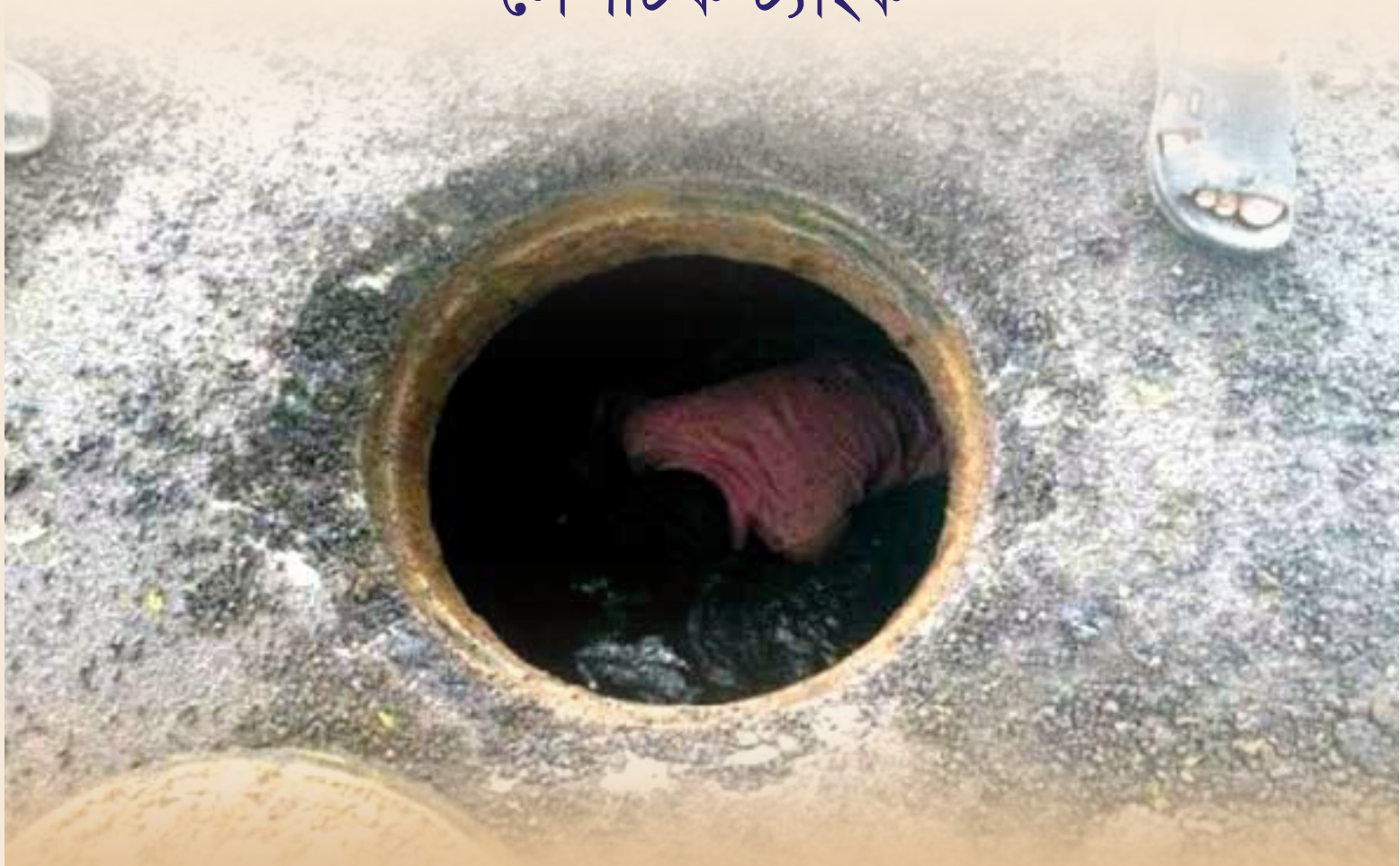

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

বাড়ি বা ভবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সেপটিক ট্যাংক, যা এখন হয়ে উঠেছে শ্রমিকের মৃত্যুফাঁদ। সেপটিক ট্যাংকে প্রতিনিয়ত করুণ মৃত্যু হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিক এবং দিনমজুরদের। গত কয়েক বছরের ব্যবধানে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি এবং ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যার জন্য দায়ী আমাদের অসচেতন ও দায়িত্বহীন মনোভাব। সাধারণ কিছু নিয়ম মানলেই এই দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। আর সেজন্য শ্রমিকদের সচেতন করে গড়ে তোলার পাশাপাশি নিয়োগকর্তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা আবশ্যক। সেই আবশ্যকতার জায়গা থেকেই সেপটিক ট্যাংকের শ্রমিক এবং তাদের কাজের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের এই সংখ্যায়।

সেপটিক ট্যাংকে শ্রমিকের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে ট্যাংকের ভেতরের অক্সিজেনের অভাব অথবা ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি। সেক্ষেত্রে ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশের আগে এ বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শ্রমিক ও নিয়োগকারী উভয়ের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা অতীব জরুরি। আর এখানেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে নিয়োগকর্তাকে কারণ, আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকের কাছে তাদের পেশাগত দায়িত্ববোধই মূখ্য; শুধু তাই নয়, নিজেদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এর পাশাপাশি এধরণের মৃত্যু ফাঁদে প্রবেশের পূর্বে তাদের কী ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা শ্রমিকদের মধ্যে নেই বললেই চলে।

তাই নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেপটিক ট্যাংকের নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা চালাতে হবে। প্রয়োজনে সেপটিক ট্যাংকে শ্রমিক নামার আগে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করে তার পরই অনুমোদন দিতে হবে। আর এতে বেঁচে যাবে অনেক প্রাণ। এ ব্যাপারে সংশিষ্ট সকলেই দায়িত্বশীল হবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। এ ধরণের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। অবহেলাজনিত কারণে এধরণের দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনা সমাজ থেকে নির্মূল হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জুলাই-আগস্ট মাসে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন উদোগ্য গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার শ্রমিক এবং অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করেছে সরকার। বিদেশগামী শ্রমিকদের বীমার আওতায় আনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিল্‌স এর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশনাটির মুদ্রণ সহযোগিতার জন্য এফইএস ঢাকা অফিসকে এবং অন্যান্য সহযোগিতার জন্য এলওএফটিএফ কাউন্সিল ও মনডিয়াল এফএনভি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
জুলাই-আগস্ট, ২০১৮

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
রায় রমেশ চন্দ্র
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
ফারিবা তাবাসসুম

সহকারী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:
তৌহিদ আহমেদ

মূদ্রণ:
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল: bils@citech.net
ওয়েব: www.bilsbd.org

সূচী

আতঙ্কের আরেক নাম সেপটিক ট্যাংক	৪
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮৩০০ টাকা	৭
অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা	৮
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	৯
বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত	১০
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল উন্নয়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত	১০
যুব সংগঠকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা	১১
বিল্‌স- এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সভা	১১
কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়ার উপর পরামর্শ সভা	১২
মৎস্যজীবী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা	১৩
জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত করনীয়-বিষয়ক মতবিনিময় সভা	১৪
"চট্টগ্রামের শ্রম পরিস্থিতিঃ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ন্যায্য মজুরি ও শোভন কাজ" শীর্ষক সেমিনার	১৪
জিএসকে বন্ধ ঘোষণায় কর্মহীন হাজার শ্রমিক	১৫
সংগঠন পরিচিতি: ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)	১৬
পেশা পরিচিতি : কর্মকার	১৭
বীমার আওতায় আসছে বিদেশগামীরা	১৯
আইটিইউসি-বিসি যুব কমিটির আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন	২০
বন্ধ হয়নি মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার, কর্মী নিয়োগে পরিবর্তন আসছে	২১
চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গা কারখানায় প্রথম গ্রীন জাহাজ	২২
২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে কর্মক্ষেত্রে ৫৫৯ শ্রমিক নিহত	২৩
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	২৪

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

আতঙ্কের আরেক নাম সেপটিক ট্যাংক

বাড়ি বা ভবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সেপটিক ট্যাংক। আর এটিই এখন হয়ে উঠেছে শ্রমিকের মৃত্যুফাঁদ। সেপটিক ট্যাংকে মৃত্যুর মিছিল দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিনিয়ত করুণ মৃত্যু হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিক এবং দিনমজুরদের। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রিজার্ভ ট্যাংক কিংবা আবদ্ধ কোনো ট্যাংকের খালি জায়গায় গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া আশপাশে থাকা গ্যাসলাইন লিকেজ হয়েও ট্যাংকে গ্যাস জমতে পারে। অন্যদিকে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে জৈব পদার্থ পচে মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। জমে থাকা এসব গ্যাস যখন কোনো দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। এছাড়া ট্যাংকে তৈরি হতে পারে সালফিউরিক এসিড, যা ওয়াল বা স্লাব ধসের কারণ হতে পারে।

গত ৯ জুলাই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার ইউসুফ আলীর বাড়ির সেপটিক ট্যাংক মেরামত ও পরিষ্কার করতে যান তিন নির্মাণ শ্রমিক। প্রথমে এক জন শ্রমিক ট্যাংকের মধ্যে নেমে অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধারে পর্যায়ক্রমে অপর দুই শ্রমিকও নেমে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। এমন ঘটনা ঘটছে এখন প্রতিনিয়তই। বুঝে না বুঝে ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রাণ যাচ্ছে শ্রমিকের।

বিল্‌স এর তথ্য মতে প্রতি বছরই সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রমিক মৃত্যুর হার বাড়ছে। গত কয়েক বছরের ব্যবধানে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। সেপটিক ট্যাংকে নেমে গত চার বছরে ১১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৪ সালে ১৭ জন, ২০১৫ সালে ৩১ জন, ২০১৬ সালে ৩৩ এবং ২০১৭ সালে মৃতের সংখ্যা ৩৫ জনে গিয়ে ঠেকেছে।

সেপটিক ট্যাংকে শ্রমিক নিহতের চিত্র

সাল	নিহত
২০১৭	৩৫
২০১৬	৩৩
২০১৫	৩১
২০১৪	১৭
মোট	১১৬

সূত্র: বিল্‌স

গবেষক, প্রকৌশলী ও ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বলছেন, বিষাক্ত গ্যাস জমে দীর্ঘ

দিনের বদ্ধ ট্যাংক যে গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয় সে সম্পর্কে ধারণা না থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন মৃত্যু হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে জৈব পদার্থ পচনের কারণে, তৈরি হয় মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মত গ্যাস। এ অবস্থায় ট্যাংকের ভেতরে ঢুকলে অক্সিজেনের প্রবল ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এছাড়া, দাহ্য যেকোনো পদার্থ এর সংস্পর্শে নিলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। পাশাপাশি ট্যাংকে তৈরি হতে পারে সালফিউরিক এসিড। যা ওয়াল বা স্লাব ধসের কারণ হতে পারে।

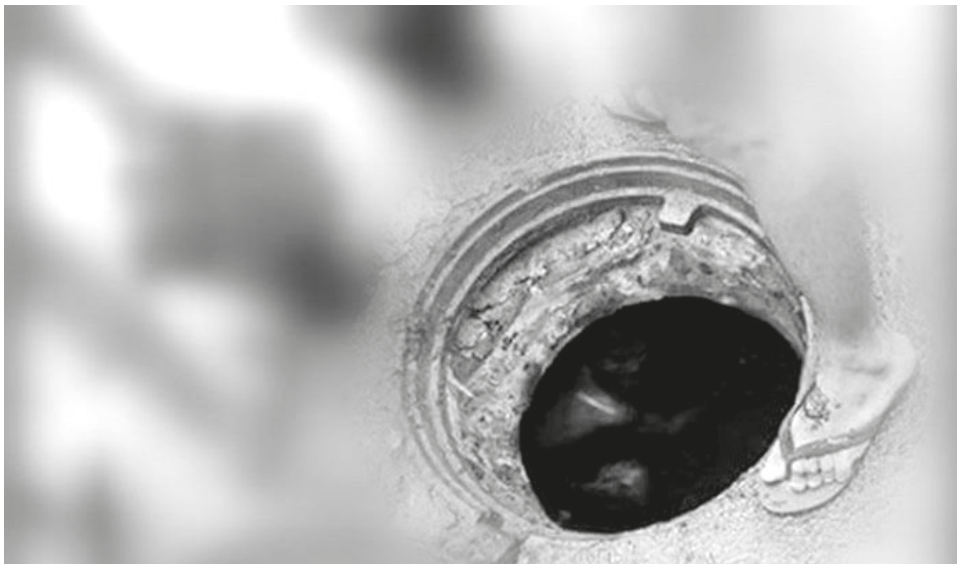

সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করতে হলে যে পরিমান সচেতনতা দরকার তা মানা হয় না। শ্রমিকের অসচেতনতার পাশাপাশি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতার সঙ্গে উদাসীনতা ট্যাংকে মৃত্যুর কারণ। বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি বিষয়ে শ্রমিকেরা অনেক সময় সচেতন থাকেন না। আবার নিয়োগকর্তাও শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নেন না। মুলতঃ সচেতনতার অভাবেই ঘটছে এই ধরণের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। আর দরিদ্র শ্রেণির লোকজনই এর শিকার হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে এ ধরণের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। বদ্ধ ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকে- এ বিষয়ে কোন ধারণা না থাকা যেমন দায়ী, তেমনি ট্যাংকে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত না করে এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা না নিয়ে শ্রমিককে ট্যাংকে নামানো এসব দুর্ঘটনার মূল কারণ।

অথচ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৭৮.ক ধারায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতায় বলা হয়েছে। শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতিত নিয়োগকারী কাউকে কর্মে নিয়োগ করতে পারবে না এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়োগকারী প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করবে-এ কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের সময় শ্রম আইনের এই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না।

আর্থিক প্রয়োজনে শ্রমিককে যেকোন ধরণের কাজ করতে হয়। কোন কাজে কতটা নিরাপত্তা প্রয়োজন এ বিষয়ে শ্রমিকদের কোন ধারণা থাকে না। অজ্ঞতাবশতঃ তারা সেপটিক ট্যাংকে নেমে প্রাণ দিচ্ছে। বেশিরভাগ শ্রমিকের জীবনহানির ঘটনা এমন অজ্ঞতার কারণেই ঘটে থাকে। নিয়োগকারী মালিকেরা মনে করেন যেহেতু টাকা দেয়া হচ্ছে তাই তাকে দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নেওয়ার ভেতর অনৈতিক কিছু নেই। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এসব কাজে নিয়োগ দেওয়া এবং জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়া একধরণের অপরাধ। যেখানে মৃত্যুর মত ঘটনা অস্বাভাবিক নয় সেখানে মালিকের অজ্ঞতার সঙ্গে উদাসীনতা মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সেপটিক ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতির বিষয়ে শ্রমিকেরা অনেক সময় সচেতন থাকেন না। আবার নিয়োগকর্তাও শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নেন না। সরকারিভাবে সচেতনতামূলক প্রচার এবং এধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা-মালিকের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ কিছু নিয়ম মানলেই এই দুর্ঘটনা রোধ সম্ভব। সচেতনতার অন্যতম দিক হচ্ছে সেপটিক ট্যাংক খোলার পরপরই ভেতরে না ঢোকা। নিজে ঢোকার আগে মোমবাতি বা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ট্যাংকে ঢোকাতে হবে, যদি ওই আলো নিভে যায়, তবে মনে করতে হবে যে ট্যাংকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আসা পর্যন্ত ঢোকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, পানি দিয়ে পুরো ট্যাংক ভরে ফেলা। আবার ফ্যানের বাতাস বা ব্লোয়ার দিয়ে ট্যাংকে থাকা বিষাক্ত গ্যাসকে সহনীয় করে তোলা।

তবে যাই করা হোক না কেন, ট্যাংকে প্রবেশের আগে সেখানে অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়াটা জরুরি। এখন এই নিশ্চয়তাকে নিশ্চিত করবে? সাধারণ শ্রমিক তো আর অক্সিজেন বোঝে না। এ জন্য নিয়োগকর্তাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসকেও দায়িত্ব নিতে হবে। সেপটিক ট্যাংকের নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা চালাতে হবে। প্রয়োজনে সেপটিক ট্যাংকে শ্রমিক নামার আগে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করে তার পরই অনুমোদন দিতে হবে। আর এতে বেঁচে যাবে অনেক প্রাণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা দায়িত্বশীল হবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। আমরা এধরণের দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনা আর দেখতে চাই না। এ ধরণের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশে প্রায়শই সেপটিক ট্যাংকে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। কিন্তু এটা প্রতিরোধে তেমন উদ্যোগ নেয়া হয় না।

তাছাড়া ট্যাংকে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত না করে ভেতরে নামা, মৃত্যুর পর দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না দেয়া এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়াও মৃত্যুর হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮৩০০ টাকা

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি শতভাগ বাড়িয়ে ৮৩০০ টাকা করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২ জুলাই ২০১৮ তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি- স্কেল ও ভাতা' অনুমোদন দেওয়া হয়।

পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে কমিশন করা হয়, তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে স্কেল নির্ধারণ করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বেতন কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছিল।

নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হবে ৮ হাজার ৩০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মজুরি ১১ হাজার ২০০ টাকা। আগে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৪ হাজার ১৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৬০০ টাকা ছিল।

নতুন কাঠামোর আলোকে ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে নতুন মজুরি এবং ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ভাতা কার্যকর হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

উল্লেখ্য ২০১৫ সালে সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ানোর পর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম খানকে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫' গঠন করা হয়। এই কমিশন গত বছরের ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দেয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ৮ হাজার ৩০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৬০০ টাকা মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করেছিল।

সর্বশেষ 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০' এ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়িয়ে সর্বোচ্চ মজুরি ৫ হাজার ৬০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৪ হাজার ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

এর পর তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয় ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর। তিন হাজার টাকা মূল বেতন ধরে ৫ হাজার ৩০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা হয়েছিল তখন। নতুন কাঠামোয় ওই বেতন তারা পাচ্ছেন ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে।

কয়েক বছরের মূল্যস্ফীতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ১৬ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।

মজুরি কাঠামোর স্কেল

ক্রম	মজুরি কাঠামো-২০১০ (টাকায়)	নতুন মজুরি কাঠামো (টাকায়)
১	৪১৫০	৮৩০০
২	৪২০০	৮৪০০
৩	৪২৭৫	৮৫৫০
৪	৪৩৫০	৮৭০০
৫	৪৪২৫	৮৮৫০
৬	৪৫০০	৯০০০
৭	৪৫৭৫	৯১৫০
৮	৪৬৫০	৯৩০০
৯	৪৭২৫	৯৪৫০
১০	৪৮০০	৯৬০০
১১	৪৮৭৫	৯৭৫০
১২	৪৯৫০	৯৯০০
১৩	৫০২৫	১০০৫০
১৪	৫১০০	১০২০০
১৫	৫১৭৫	১০৩৫০
১৬	৫৬০০	১১২০০

রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকরা আগের মতই মূল মজুরির ৫০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া, দেড় হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা, মূল বেতনের সমান দুটি করে উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন অথবা অবসরকালীন ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ল্যাম্প-গ্রান্ট এবং মূল বেতনের ১০ শতাংশ কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা পাবেন।

এছাড়া প্রতি বছর চাকরির জন্য দুই মাসের মূল মজুরির গ্র্যাচুইটি, মূল মজুরির ৩০ শতাংশ তবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা পাহাড়ি ভাতা, প্রতি রাতে ঘণ্টাপ্রতি ১৫ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা নাইট শিফট ডিউটি ভাতা, ২০ শতাংশ হারে নববর্ষ ভাতা এবং বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট পাবেন। এর বাইরে প্রতি মাসে ২০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, ১০০ টাকা ধোলাই ভাতা, ২০০ টাকা টিফিন ভাতা, মূল মজুরির ১০ শতাংশ তবে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা রোটেটিং শিফট ডিউটি ভাতা এবং ৪০০ টাকা করে ঝুঁকি ভাতা পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকরা।

নতুন মজুরি কাঠামোয় শ্রমিকদের জন্য আগের মতই গ্রুপ ইন্সুরেন্স সুবিধা রাখা হয়েছে। এক সন্তারের জন্য ৫০০ টাকা এবং দুই সন্তানের জন্য মাসে এক হাজার টাকা শিক্ষা সহায়তা ভাতা পাবেন তারা। আর নারী শ্রমিকরা ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন।

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করেছে সরকার। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী এই সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ঘোষিত মজুরিতে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ হিসেবে তিনটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রেডেই প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এলাকা, মাসিক মূল মজুরি, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়ত ভাতা এবং মাসিক মোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চতর দক্ষ, দক্ষ, আধা দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের পদবিন্যাস অনুযায়ী বিভাগীয় ও জেলা শহরের জন্য মাসিক মূল মজুরি ও সর্বমোট মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রেড- এ (প্রথম শ্রেনী) মাসিক মুল মজুরি ৬,৮৫০ টাকা এবং মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ১০,৬৯০ টাকা। তবে এটি জেলা শহর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য। একই গ্রেড ও শ্রেণীতে এলাকা হিসেবে বিভাগীয় শহরে কর্মস্থল হলে মাসিক মূল মজুরির পরিমাণ একই থাকবে তবে মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ১২ হাজার ১৬০ টাকা। এর মধ্যে বাড়িভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় মূল মজুরির ৬০ শতাংশ এবং জেলা শহর ও অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৪০ শতাংশ হার ধরা হয়েছে।

গ্রেড-২ এ (দ্বিতীয় শ্রেনী) মাসিক মুল মজুরি ৬ হাজার ২০০ টাকা এবং মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ৯ হাজার ৭৮০ টাকা। তবে এটি হবে জেলা শহর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য। একই গ্রেড ও শ্রেণীতে এলাকা হিসেবে বিভাগীয় শহরে কর্মস্থল হলে মাসিক মূল মজুরির পরিমাণ একই থাকবে তবে মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ১১ হাজার ১২০ টাকা। এর মধ্যে বাড়িভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় মূল মজুরির ৬০ শতাংশ এবং জেলা শহর ও অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৪০ শতাংশ হার ধরা হয়েছে।

গ্রেড-৩ এ (তৃতীয় শ্রেণী) মাসিক মূল মজুরি ৪ হাজার ৬৫০ টাকা এবং মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ৭ হাজার ৬১০ টাকা। তবে এটি হবে জেলা শহর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য। একই গ্রেড ও শ্রেণীতে এলাকা হিসেবে বিভাগীয় শহরে কর্মস্থল হলে মাসিক মূল মজুরির পরিমাণ একই থাকবে তবে মাসিক সর্বমোট মজুরি হবে ৭ হাজার ৬৪০ টাকা। এর মধ্যে বাড়িভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় মূল মজুরির ৬০ শতাংশ এবং জেলা শহর ও অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৪০ শতাংশ হার ধরা হয়েছে। এই গ্রেডে পিয়ন, দারোয়ান, স্টোর অ্যাটেনডেন্ট, নাইট গার্ড, মালী ও সুইপার পদ রয়েছে।

এছাড়া একজন শ্রমিকের শিক্ষানবিসকাল ধরা হয়েছে তিন মাস। তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন শ্রমিকের কাজে সন্তুষ্ট না হলে তার শিক্ষানবিসকাল আরো তিন মাস বাড়াতে পারবে। শিক্ষানবিসকালে একজন শিক্ষানবিস শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন এবং শিক্ষানবিসকাল শেষে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

বিল্‌স সংবাদ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধুর কর্ম নির্দেশনা: শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার" শীর্ষক আলোচনা সভা ১৮ আগস্ট ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সিরাজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা, ভাইস চেয়ারম্যান ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়কারী নইমুল আহসান জুয়েল, বিল্‌স আজীবন সদস্য আবু ইউসুফ মোল্লা,বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য শাকিল আক্তার চৌধুরী, বিএফটিইউসি সম্পাদক পুলক রঞ্জন ধর, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রতিনিধি সিদ্দিকা মহল, মোঃ খোরশেদ আলম, মোঃ সোবহান মিয়া, জেসমিন আহমেদ এবং নুসরাত মির্জা, জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিনিধি আব্দুল হালিম, জাকিয়া নীলিমা, সৈয়দা খাইরুন নাহার তামরীন, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের বাচ্চু মিয়া এবং মোঃ সাগর আলী, বিএলএফ প্রতিনিধি আসমা আক্তার মুক্তি, আবুল কালাম আজাদ এবং খুশবু আহমেদ রানা, বিটিজিডব্লিউ সহ সভাপতি মরিয়ম আক্তার, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ ও নাজমা ইয়াসমীন এবং বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কর্মময় জীবন এবং শ্রমিকের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের কৃষক, শ্রমিক, আপামর জনতা দেশকে স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধু সবসময় মেহনতি মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন বিল্‌স চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সিরাজ

বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথ সভা ১০ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোঃ আবু জাফর, আব্দুল মতিন মাষ্টার, রায় রমেশ চন্দ্র, শহিদুল্লাহ চৌধুরী, বাদল খান, কামরুল আহসান, আমিরুল হক আমিন, এবং নইমুল আহসান জুয়েল, নির্বাহী পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা, শিরীন আখতার, এমপি, আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ, আনোয়ার হোসেন, মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব জাফরুল হাসান এবং মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মোঃ কবির হোসেন, সম্পাদক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, এ এম নাজিম উদ্দিন, রওশন জাহান সাথী, আব্দুল কাদের হাওলাদার, মু. শফর আলী, এবং আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী পরিষদ সদস্য কুতুবউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, মোঃ শাকিল আক্তার চৌধুরী, উম্মে হাসান ঝলমল, পুলক রঞ্জন ধর, নাসরিন আক্তার ডিনা এবং কাজী রহিমা আক্তার সাথী।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল উন্নয়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র সহযোগিতায় তৈরি পোশাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ সভা ১৮ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের এলাকাভিত্তিক সংগঠক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা, ইউনিয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠন ও বিভিন্ন পক্ষের কার্যকর সমন্বয় এবং যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এর সঞ্চালনায় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ইন্ড্রাষ্ট্রি-অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব মোঃ তৌহিদুর রহমান, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য শাকিল আখতার চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট এ কে এম নাসিম, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, বিল্‌স সিনিয়র ট্রেইনার খন্দকার আঃ সালাম, বিল্‌স প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন প্রমূখ।

সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র অআইনজীবী এডভোকেট এ কে এম নাসিম

যুব সংগঠকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটুং-এফইএস এর সহযোগিতায় জাতীয় ফেডারেশন সমূহের যুবা সংগঠকদের জন্য নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা ৭ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ফেডারেশনসমূহের যুব সংগঠকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, একদল দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠক তৈরি করা, স্ব স্ব সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন এবং অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং সম্প্রতি শেষ হওয়া আইএলও সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন বিল্‌স মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, আইএলও বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার এডভোকেট উত্তম কুমার দাস, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। এছাড়া সভায় বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহের যুব নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে যুব সংগঠকদের সাথে বিল্‌স মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান

বিল্‌স- এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স-এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সাথে এলাকা পর্যায়ের সমন্বয়কারীদের সভা ২৩ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের কার্যক্রম উপস্থাপন এবং এলাকা পর্যায়ের কর্মসূচি উপস্থাপন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং প্রকল্পের উপদেষ্টা রায় রমেশ চন্দ্র এর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল, বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব মোঃ জাফরুল হাসান, বিল্‌স আজীবন সদস্য মোঃ তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়াকার্স লীগ সভাপতি জেড এম কামরুল আনাম, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকারি সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন, গার্মেন্টস টেইলর ওয়াকার্স লীগের সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দোজা নীজাম, স্কপ-সাভার আশুলিয়া অঞ্চলের সমন্বয়কারী এডভোকেট আব্দুল আউয়াল, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ প্রমূখ।

এর আগে বিল্‌স- এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সভা ১০ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের বিগত দিনে সম্পাদিত কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় ফেজের কার্যক্রম উপস্থাপন ও কর্মসূচি নির্ধারণ এবং প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সমূহের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সমসাময়িক চাহিদা বিষয়ক চলমান গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান ও বিল্‌স- এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য রায় রমেশ চন্দ্র এবং আমিরুল হক আমিন, বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বিল্‌স- এফএনভি প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মোঃ তৌহিদুর রহমান, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমীন এবং প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ সায়েদুজ্জামান মিঠু।

কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়ার উপর পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স সংবাদ

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আয়োজনে এবং বিল্‌স এর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়ার উপর পরামর্শ সভা ১৪ জুলাই ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের সাথে এডভোকেসি ও লবি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে প্রস্তাবিত আইনের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত আইনের খসড়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপন, মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণের জন্য এ পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের উপর ট্রেড ইউনিয়নের মতামত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ গ্রহণ ও ভবিষ্যত এডভোকেসি কৌশল নির্ধারণ করাই ছিল সভার মুল উদ্দেশ্য।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এর সঞ্চালনায় সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুন নাহার, পিএইচডি। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য রায় রমেশ চন্দ্র, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও ঢাকা অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার উত্তম কুমার দাস, সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের লিগ্যাল কাউন্সিলর এডভোকেট সেলিম আহসান খান, ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব মোঃ তৌহিদুর রহমান, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার প্রমূখ।

এছাড়া সভায় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ, এনসিসিডব্লিউই, ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ), বিল্‌স ওয়ার্কিং টিম ও বিল্‌স এর নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী ও জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম এর অন্তর্ভূক্ত সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরামর্শ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সংবাদ

মৎস্যজীবী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

বিল্‌স এর উদ্যোগে ও জার্মান ভিত্তিক সংগঠন ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটুং-এফইএস এর সহযোগিতায় চট্টগ্রামের মৎস্যজীবী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক এক কর্মশালা ২৮ জুলাই ২০১৮ নগরীর হোটেল মিশকা-য় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স-লেবার রিসোর্স এন্ড সাপোর্ট সেন্টার চট্টগ্রাম পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ও জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রমিক নেতা মু. শফর আলী। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বিল্‌স-এর প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এর নিবার্হী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, এফইএস প্রতিনিধি অরুণদ্যুতি রানী, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে জেলা টিইউসি সভাপতি শ্রমিক নেতা তপন দত্ত, চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিজেএসডি সভাপতি এ এম নাজিমউদ্দিন, জেএসজে-র এ কে এম মোমিনুল ইসলাম, বিএমএসএফ-এর মো. নুরুল আবছার, বিএফটিইউসি-র কে এম শহীদউল্লাহ, জেএসএফ-এর শরীফ চৌহান, বিজেএসএফ-এর জাহেদ উদ্দিন শাহীন, বিএলএফ-এর নুরুল আবছার ভূইঁয়া ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ যথাক্রমে ইপসা-র মো. আলী শাহীন, সংশপ্তক এর লিটন চৌধুরী, অগ্রযাত্রা-র সানজিদা আক্তার, কোডেক-এর অলকা দাশ, মৎস্যজীবী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনের পক্ষে সুকান্ত দত্ত, উপেন্দ্র জলদাস, প্রভাস দাশ প্রমূখ।

সভায় আলোচকগণ উল্লেখ করেন কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানারূপ প্রতিকূলতা ও মারাত্মক জীবন ঝুঁকিতে থাকলেও আমাদের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে মালিকপক্ষ কিংবা সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে পরিবার পরিজন নিয়ে জেলেরা চরম মানবেতর জীবন যাপন করে। মৎস্যজীবীগণ জীবন ধারণের উপযুক্ত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, আইন-স্বীকৃত অধিকারসমূহ হতে নানাভাবে বঞ্চিত। একদিকে তারা যেমন অসচেতন ও অসংগঠিত তেমনি অন্যদিকে তাদের জীবন-যাপনের ধরণ ও ইতিবাচক নয়। কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি মৎস্যজীবীদের আর্থিক বিষয়-আশয় নিয়ে কাজ করলেও সত্যিকার ভাবে তাদের সংগঠিতকরণ, মানবিক মর্যাদায় বেঁচে থাকার লড়াই বেগবান করা কিংবা জীবনমান উন্নয়নে কাঙ্খিত পদক্ষেপ গ্রহণে মালিক-প্রশাসন-সরকারকে চাপ দেয়ার কিংবা সামগ্রীকভাবে তাদের স্বার্থে কোন সুষ্ঠু নীতিমালা অদ্যাবধি প্রণীত হয়নি। তাই মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য সভায় আহ্বান জানানো হয়।

সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিল্‌স-এর মৎস্য সংক্রান্ত বিবিধ কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পাহাড়ী ভট্টাচার্য-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত করণীয়-বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উদ্যোগে ও বিল্‌স-এলওএফটিএফ প্রকল্পের সহায়তায় "চট্টগ্রামের জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতে করণীয়"-শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ২৮ জুলাই ২০১৮ নগরীর হোটেল মিশকা-য় অনুষ্ঠিত হয়।

জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা তপন দত্তের সভাপতিত্বে ও বিল্‌স-এর প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির-এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, শ্রম ইস্যুতে গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মু. শাহীন চৌধুরী, ফোরাম নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে এ এম নাজিম উদ্দিন, রিজওয়ানুর রহমান খান, মাহবুবুল আলম, শামশুল আলম, তোফাজ্জল আহমদ, দীলিপ কুমার নাথ, মো. নুরুল আবছার, মো: আলী, আব্দুর রহিম মাষ্টার, মানিক মন্ডল, মো: ইদ্রিস প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হলে ও অদ্যাবধি তা কার্যকর হয়নি। সভায় পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের পক্ষ হতে একটি অবস্থানপত্র তৈরি, একটি দাবিনামা প্রস্তুতসহ ফোরাম কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

"চট্টগ্রামের শ্রম পরিস্থিতি: ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ন্যায্য মজুরি ও শোভন কাজ" শীর্ষক সেমিনার

বিল্‌স এর উদ্যোগে ও বিল্‌স-ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের সহায়তায় "চট্টগ্রামের শ্রম পরিস্থিতি: ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও শোভন কাজ" -শীর্ষক সেমিনার ৭ আগষ্ট ২০১৮ নগরীর হোটেল মিশকা-র সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স এর সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রামের সভাপতি এ এম নাজিম উদ্দিন। এতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সমমনা এনজিও প্রতিনিধিগণ ছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও চট্টগ্রাম জেলা টিইউসি সভাপতি তপন দত্ত।

সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

উপস্থাপিত ধারণাপত্রের ওপর আলোচনায় অংশ নেন শ্রম ইস্যুতে গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মু. শাহীন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিমউদ্দিন শ্যামল, চট্টগ্রাম শ্রম আদালতের আইনজীবী এডভোকেট আশীষ কুমার দত্ত, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে বিল্‌স এর সম্পাদক এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রমিক নেতা মু. শফর আলী, জেলা টিইউসি সাধারণ সম্পাদক মো. মছিহউদ্‌দৌলা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রামের বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ নুরুল্লাহ্ বাহার, দীলিপ কুমার নাথ, শাহেনেওয়াজ চৌধুরী, জাহেদ উদ্দিন শাহীন, কামাল উদ্দিন চৌধুরী, ইফতেখার কামাল খান, ফজলুল কবির মিন্টু, এনজিও প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে বিএনপিএস-এর শরীফ চৌহান, অগ্রযাত্রার মো: রফিকুল ইসলাম, সংশপ্তক-এর জয়নাব বেগম চৌধুরী, ব্লাষ্ট-এর এডভোকেট জান্নাতুল ফেরদৌস, ইপ্‌সা-র মো: জাহেদুল ইসলাম, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের সাহিদা আক্তার, বিল্‌স-এর পাহাড়ী ভট্টাচার্য। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বিল্‌স-এর প্যারালিগ্যাল কো-অর্ডিনেটর রিজওয়ানুর রহমান খান। সেমিনারে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামের অধিকাংশ শ্রম সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকেরা শ্রম আইন স্বীকৃত অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শোভন কাজ-এর অধিকার হতে নানাভাবে বঞ্চিত। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শোভন কাজের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। সরকারের উদাসিনতা, মালিক-কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাগত বিবিধ দুর্বলতা এবং সাধারণ শ্রমিকদের অসচেতনতার ফলে চট্টগ্রামের বাস্তবতায় শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও শোভন কাজ-এর বিষয়ে আমাদের ভাবার ও করার সময় এসেছে-বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সেমিনারে সর্বসম্মতিক্রমে এতদসংক্রান্ত ২০টি সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়।

জিএসকে বন্ধ ঘোষণায় কর্মহীন হাজার শ্রমিক

বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন (জিএসকে) বাংলাদেশে তাদের ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত লোকসান দিচ্ছিল। ২৭ জুলাই ২০১৮ বিকালে সংবাদ সম্মেলনে জিএসকে বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম আজিজুল হক এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান। ফলে এক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জিএসকের চেয়ারম্যান বলেন, অলাভজনক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভায় জিএসকের ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিট বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। তবে কনজুমার হেলথ কেয়ার ইউনিট চালু থাকবে। তাছাড়া ইউনিসেফ এবং ভ্যাক্সিন অ্যালায়েন্স 'গ্যাভি'র সহায়তায় পাওয়া জিএসকের ভ্যাক্সিন যথারীতি বাংলাদেশ পাবে। জিএসকে গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক প্লান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়ীত্ব গুরুত্বপূর্ণ, এটি বিবেচনায় রেখেই বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি লোকসানের কারণেই এ সিদ্ধান্ত। তবে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণসহ সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে।

এদিকে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রিজিওনাল হেড অব সাপ্লাই চেইন রাজু কৃষ্ণ গোস্বামীকে কারখানার অফিসে অবরুদ্ধ করে রাখেন। তালা ঝুলিয়ে তারা প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জিএসকে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি মো. ইলিয়াছ বলেন, 'কারখানা চালুর দাবিতে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি।

এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজম বলেন, 'এটি পরিকল্পিত। কেননা ৭ মাস আগে পরিচালকদের বেতন দ্বিগুণের বেশি করা হয়েছে। গত দুই বছরে কারখানার আধুনিকায়ন ও কমপায়েন্সের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। লোকসান হলে এ অর্থব্যয়ের কারণ কী? গত ৫ বছরে ৩৫১ কোটি ৮০ লাখ টাকা মুনাফা করেছে। সরকারকে হাজার কোটি টাকা রাজস্বও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সংগঠন পরিচিতি

ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস)

ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) একটি অলাভজনক জার্মান ফাউন্ডেশন হিসেবে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জার্মানির ফেডারেল প্রজাতান্ত্রিক সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত। জার্মানির বন ও বার্লিনে রয়েছে এর প্রধান কার্যালয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত জার্মানির প্রথম রাষ্ট্রপতি ফ্রেডরিক এবার্ট-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। সামাজিক গণতন্ত্রের আদর্শের আলোকে গণশিক্ষা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এফইএস আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্বব্যাপী এর শতাধিক কার্যালয় রয়েছে। এফইএস-এর বাংলাদেশ অফিস ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে নিবন্ধিত হয়।

এফইএস কাজ করছে

- সংহতির আদর্শের ওপর একটি সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক, অবাধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়- যেখানে জন্মের উৎস, লিঙ্গ বা ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
- একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়- যেখানে থাকবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সকলের জন্য অনুকূল কর্মক্ষেত্র।
- একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে- যা আরো বেশী শিক্ষার বিস্তারে এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখবে। এছাড়াও দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং সম্পৃক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে সকল জনগণকে রক্ষা করবে।

এশিয়ায় এফইএস-এর আঞ্চলিক সহযোগিতা

এশিয়া অঞ্চলে এফইএস-এর কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি গণতান্ত্রিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণ ভিত্তিক আর্থৎ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন। এশিয়ার এফইএস-এর ১৬টি কার্যালয় রয়েছে। এখান থেকে এশিয়া অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ এবং এশীয় মহাদেশ ও ইউরোপের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংলাপের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এফইএস বাংলাদেশ

শ্রম ও সামাজিক অংশীদারিত্ব, টেকসই উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেন্দ্রিক সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার ওপর অংশগ্রহণমূলক সংলাপ সঞ্চালনার লক্ষ্য অর্জনে এফইএস বাংলাদেশ কাজ করছে। এফইএস বাংলাদেশের বিশ্বস্ত সহযোগীদের মধ্যে কয়েকটি হলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ডিইউ), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)। এফইএস বাংলাদেশ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠন, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক আন্দোলনের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছে।

শ্রমিক ও সামাজিক দায়িত্ব

জার্মানির ও আন্তর্জাতিক শ্রম আন্দোলনের শিকড়ের ও ইতিহাসের সাথে এফইএস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাইতো যে সকল সংস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শ্রম আন্দোলনকে সহায়তা দেয়, তাদের সাথে এফইএস কাজ করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের ও আন্তর্জাতিক গঠনতন্ত্র, আইন ও সনদে উল্লিখিত শ্রমাধিকার ও ন্যায্যতার আলোকে শ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিরাজমান মুক্ত ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পমালিক ও সরকারের মধ্যে বিশ্বস্ত ও গঠনমূলক সামাজিক সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি করতে এফইএস বাংলাদেশ সহায়তা দেয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে এরূপ সামাজিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দরকষাকষি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার

দেশ ও মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক, প্রতিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহের প্রাক্কালে, একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে নতুন মডেলের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বর্তমান একটি সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এই সকল নতুন মডেলসমূহ সম্পর্কে সমঝোতায় পৌঁছার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে চলমান অর্থনৈতিক ডিসকোর্স ও সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। এই প্রেক্ষিতে এফইএস তার এশীয় ও ইউরোপীয় কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে 'ইকোনমি অব টুমরো (ইওটি)' নামক প্রকল্প শুরু করেছে। এর মাধ্যমে দুই মহাদেশের অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করা হচ্ছে। তারা নিজ নিজ দেশের প্রয়োজনানুসারে একটি সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক, আর্থিকভাবে টেকসই ও প্রতিবেশগত গতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করবে। তাঁদের উদ্দেশ্য হবে সকলের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করে একটি আদর্শ সমাজ তৈরি করা। এছাড়া তাঁরা উন্নয়নের নতুন পথের জন্য একটি নীতি-নির্ধারণী কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপায়ের সন্ধান দিবে।

গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার

একটি বহুত্ববাদী ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে এফইএস। এই ফাউন্ডেশন সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকসহ অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণে নিয়মিতভাবে সংলাপ ও আলোচনার আয়োজন করে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে যুবসমাজ ও তাদের ভূমিকা বিষয়ে রয়েছে এফইএস-এর বিশেষ আগ্রহ।

আন্তর্জাতিক সহায়তা

বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও একত্রীকরণে এফইএস ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজ করছে। উপরন্তু টেকসই উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রাধিকারের ওপর আন্তর্জাতিক বিতর্কে বাংলাদেশ ও এলডিসি গ্রুপের দাবি জোরালো করতে এফইএস ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ভূমিকা রাখছে।

পেশা পরিচিতি

কর্মকার

কর্মকার বা কামার একটি প্রাচীন পেশা যার কাজ লোহার জিনিষপত্র তৈরি করা। কামারদের কেউ কেউ কর্মকারও বলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু সমাজের শূদ্র শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী এই পেশায় জড়িত। একসময় গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত অধিকাংশ লৌহযাত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতেন কামাররা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দা, বটি, পেরেক, শাবল, কুড়াল, ছুরি ইত্যাদি। কামারদের কারখানা ক্ষুদ্রশিল্পের আওতায় পড়ে। কামারের কর্মস্থলকে বলে কামারশালা। কামারশালায় হাপর দিয়ে কয়লার আগুন-কে উস্কে রাখা হয়। এই আগুনে লোহা গরম করে তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন আকারের জিনিস তৈরি করা হয়।

কামারেরা হাপর চালিয়ে লোহাকে গরম করে পিটিয়ে বিভিন্ন ধরণের ধারালো অস্ত্র তৈরি করেন। কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে, শাবল, গাইতি, হাতুড়ি, বাটাল, দা, বঁটি, ছুরি, কাঁচি, কোচ, বর্শা, বাসন-কোসন ইত্যাদি তারা তৈরি করেন। এমনকি অতীতে তারা কামান তৈরিতেও পারদর্শী ছিলেন। বাঙালিদের হাতে গড়া ভারতের বিষ্ণুপুরের 'দলমাদল' কামান সেই ঐতিহ্যের নিদর্শন।

গ্রামের বাজারে অথবা নির্দিষ্ট পাড়ায় ছিল কামার পাড়া। লোহা দিয়ে নানা দ্রব্যসামগ্রী বানানো, লোহা পেটানোর কর্কশ শব্দ, পোড়া গন্ধ, পোড়া লোহা থেকে বিচ্ছুরিত আগুনের স্ফুলিঙ্গই কামার পাড়ার সাধারণ দৃশ্য। কামাররা শুধু গ্রামেই বাস করেন না, শহরেও ছড়িয়ে আছেন। ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজ, সেচকাজ এবং গৃহায়ণের সাথে কামারদের অস্তিত্ব সরাসরি সম্পৃক্ত। আগেকার দিনে অধিকাংশ কৃষি-যন্ত্রপাতি কামারদের দ্বারা তৈরি হতো। তাদের প্রস্তুতকৃত সামগ্রীর মধ্যে দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল, বটি, ছুরি, চিমটি, হাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে লাঙলের ফলা, কাস্তে, নিড়ানি, বেদে কাটি, খুন্তি ইত্যাদি। কামারগণ কাঠমিস্ত্রিদের ব্যবহার্য যেসব যন্ত্রপাতি তৈরি করেন সেগুলো হচ্ছে করাত, বাইশ, বাটালি, রান্দা, হাতুড়ি ইত্যাদি।

দূর অতীতে কৃষিকাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গভূমিতে কামার পেশার উৎপত্তি ঘটে। কামাররা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা বসুন্দরী, রানা, গঙ্গালিরি এবং বাহাল অথবা খোটা। এরা একই শ্রেণিভুক্ত না হলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। অন্যদিকে পূর্ববাংলায় কামারদের তিনটি সামাজিক শ্রেণি হচ্ছে বুষ্ণপতি, ঢাকাই এবং পশ্চিমা। বুষ্ণপতিরা আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা নালদিপতি, চৌদ্দসমাজ ও পঞ্চসমাজ। এদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা নেই।

গোঁড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শূদ্র সম্প্রদায়ের কামাররা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে। সমাজে তারা অস্পৃশ্য নয়। গ্রামাঞ্চলে তারা তাদের কার্যক্রম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করছে। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে গ্রামের মেলায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এ পেশায় অনেক

মুসলমানকেও দেখা যায়। অনেক কামার তাদের পছন্দ অনুযায়ী গ্রাম এবং শহর উভয় অঞ্চলে অন্যান্য পেশাও গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের ভূখণ্ডের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারকম অস্ত্র প্রাচীনকালে ধাতু দিয়ে তৈরি হতো। প্রস্তর যুগে তৈরি হতো পাথর দিয়ে, তাম্র যুগে তৈরি হতো তামা দিয়ে। এরপর আসে লোহার ব্যবহার। রাঢ় দেশের অরণ্য অঞ্চলে প্রচুর লোহা উৎপাদন হতো। বস্তুত ধাতু শিল্পে বাঙালির দক্ষতা ছিল অসামান্য।

বিভিন্ন ধাতবসামগ্রী বিশেষ করে লোহা দিয়ে কামারেরা বিভিন্ন ধরণের জিনিস তৈরি করেন। দেশের এমন কোন ছোট শহর ও বাজার নেই যেখানে অন্তত একজন কামার খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি পার্বত্য এলাকার বাজারেও এখন কামারদের দেখা মেলে। সেখানে তারা জুমের আগাছা পরিষ্কার ও গাছপালা কাটার জন্য পাহাড়ি দা বা তাগল বানান।

অনেক কামার তাদের নামের পদবিতে কর্মকার ব্যবহার করেন। কয়েক বছর আগেও এটি ছিল কামারদের একচেটিয়া পৈতৃক পেশা। এখনো তারা সেই প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। কামারেরা এখন প্রচলিত ধাতবপণ্যের বাইরে ভিন্ন ধরনের জিনিসও বানাচ্ছেন। এর মধ্যে লোহার পেরেক, গজাল, তারকাঁটা, নৌকার কাঠ জোড়া দেয়ার শলা বা পাতাম প্রভৃতি অন্যতম। লোহার পাশাপাশি এখন কেউ কেউ টিনের কাজও করছেন। তাদেরকে বলে টিনেকামার। টিনের পাত কেটে তারা কুপি, বালতি, কৌটা, ট্রাংক, গুড় জ্বাল দেয়ার তাফাল, রুটি ভাজার তাওয়া, বাক্স প্রভৃতি তৈরি করেন।

এই পেশার সাথে জড়িতদের হাট-বাজারে বেশকিছু কামারশালা রয়েছে। এলাকার কর্মশালায় পরিবারের প্রধান পুরুষদের সাথে মেয়েরাও কাজ করে। জুন থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এদের কাজের মওসুম এবং বাকী ৩ মাস তাদের মন্দা মৌসুম। কাজের মৌসুমে এদের পক্ষে ২৩/২৪ দিনের বেশি একনাগাড়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। একটি কামার শালায় ৪ দিনে দু'জনে একমণ লোহার জিনিস তৈরি করতে পারে।

একটা সময় ছিল যখন এই কামার শিল্পের প্রচুর কদর ছিল। সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই শিল্পের কদর এখন আর নেই তার পর গ্রামের কিছু কিছু যায়গায় এখনো চোখে পরে হারিয়ে যাওয়া এই কামার শিল্প। সময়ের বিবর্তনে কাজের চাহিদা না থাকায় এ পেশা ত্যাগ করছেন অনেক পরিবার। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ লোহা, ইস্পাত ও কয়লা। বর্তমানে কয়লার দাম বেড়ে যাওয়ায় কামাররা এখন দারুন অর্থ সঙ্কটে ভুগছেন। কামারদেরও জীবন জীবিকা এখন বিপন্ন হতে চলছে। কাঁচা লোহা ও উৎপাদনের উপকরণ সমূহের মূল্য বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস ইস্পাত নির্মিত মেশিনে তৈরি জিনিস পত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগীতা এবং অর্থাভাব সহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কামারশালা গুলো বন্ধ হতে যাচ্ছে। ফলে পৈতৃক পেশায় নিয়োজিত কামাররা চরম বিপাকে পড়েছে।

বীমার আওতায় আসছে বিদেশগামীরা

ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল বিক্রি করে ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে অনেকে। চাকরি না পেয়ে অনেকে ফিরে আসছে খালি হাতে। আবার মধ্যপ্রাচ্যের মন্দায় অনেকে ছাঁটাই হয়ে ফিরছে দেশে। কেউ আবার প্রবাসে গিয়ে কর্মস্থলে কিংবা তার বাইরে দুর্ঘটনায় অঙ্গ হারিয়ে ফিরছে পঙ্গু হয়ে। এভাবে ফেরত আসা শ্রমিকদের জীবনের বাকি অংশ পরিজনদের নিয়ে কাটে দুঃসহ যন্ত্রণায়। তাদের এই দৈন্যদশা থেকে কিছুটা রেহাই দিতে বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনার এই খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। খসড়াটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন করেছে।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী প্রবাসে আহত বা নিহত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত বীমা সুবিধা পাবে তারা। বিদেশে গিয়ে কাজে নিয়োগ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে স্থায়ী চাকরিচ্যুতি হলে পাবে চার লাখ টাকা। এর বাইরে প্রবাসে চাকরি হারিয়ে কেউ বেকার হলে তাকে সর্বোচ্চ তিন মাস ২৫ হাজার টাকা করে ৭৫ হাজার টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার কথাও বলা আছে খসড়া নীতিমালায়।

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন করা খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী, প্রবাসে কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে পাঁচ লাখ টাকা বীমা সুবিধা পাবে। বীমাগ্রহীতাদের বয়স-নির্বিশেষে সবার জন্য অভিন্ন প্রিমিয়াম হার থাকবে। বীমা চলাকালীন বীমাকারী মারা গেলে তার উত্তরাধিকার বীমা অঙ্কের শতভাগ বা পাঁচ লাখ টাকা পাবে। প্রবাসে দুর্ঘটনায় কেউ উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে মূল বীমা অঙ্কের শতভাগ বা পাঁচ লাখ টাকা পাবে। কবজির ওপর থেকে উভয় হাত কাটা বা খোয়া গেলে বা হাঁটুর ওপর থেকে উভয় পা কাটা বা খোয়া গেলেও পাঁচ লাখ টাকা পাবে। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় কবজির ওপর থেকে এক হাত এবং হাঁটুর ওপর হতে এক পা কাটা বা খোয়া গেলে পাঁচ লাখ টাকা, কবজির ওপর থেকে এক হাত এবং এক চোখের দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারালে পাঁচ লাখ টাকা পাবে। এ ছাড়া হাঁটুর ওপর থেকে এক পা এবং এক চোখ চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারালেও একই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে।

চাকরি হারানো, বাফার টাইম, লে-অফ বা কোম্পানি বন্ধের জন্য বীমা সুবিধা সম্পর্কে খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, বীমার মেয়াদ হবে দুই বছর। তবে চাকরি থাকা সাপেক্ষে আরো দুই বছর বাড়ানো যাবে। ১৮ থেকে ৫৮ বছর পর্যন্ত যে কেউ এ বীমা করতে পারবে। কোনো বীমাগ্রহীতা কাজে নিয়োগ পাওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত হলে মূল বীমার ৮০ শতাংশ বা চার লাখ টাকা, তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুতি হলে ৭০ শতাংশ, ছয় মাস থেকে ৯ মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুতি হলে ৬০ শতাংশ, ৯ থেকে ১২ মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুতি হলে ৫০ শতাংশ, ১২ মাস থেকে ১৫ মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুতি হলে ৪০ শতাংশ, ১৫ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে চাকরিচ্যুতি হলে ৩০ শতাংশ এবং ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুতি হলে ২০ শতাংশ বীমা সুবিধা পাবে।

অন্যদিকে নিয়োগকারীর অসদাচরণ বা অনৈতিক ব্যবহার, শ্রমিক অসন্তোষের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জোরপূর্বক চাকরিচ্যুতি, নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে এবং কোম্পানি দেউলিয়া বা অবসায়ন হওয়ার কারণে চাকরিচ্যুত প্রবাসীরা এই সুবিধা পাবে। তবে কোনো প্রবাসী নিজ ইচ্ছায় চাকরি ছাড়লে বা নিজের অসদাচরণ বা অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে চাকরি গেলে বীমা সুবিধা পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অদক্ষতার কারণে, অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়ার কারণে কিংবা নিয়োগকর্তার কাছে মিথ্যা ঘোষণায় চাকরি নেওয়ার পর ছাঁটাই হলে এই বীমা সুবিধা পাওয়া যাবে না।

আইটিইউসি-বিসি যুব কমিটির আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (International Trade Union Confederation- Bangladesh Council-ITUC-BC) এর যুব কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের যুব শ্রমিকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও মানববন্ধন ১২ আগস্ট ২০১৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Safe Space for Youth" ।

মানববন্ধনে বাংলাদেশে আইটিইউসি ভুক্ত যুব শ্রমিকরা পৃথিবীর সকল যুবকদের সংগে একত্বতা ঘোষণা করে এবং আগামী দিনে যুবকদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান, মাদকমুক্ত সমাজ , কর্মমুখী শিক্ষা ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়।

র‍্যালিতে আইটিইউসি ভুক্ত ৬টি জাতীয় ফেডারেশনঃ বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জাতীয় শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয়, যুব এবং মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালি পরবর্তী সমাবেশে আইটিইউসি-বিসি যুব কমিটির সভাপতি ইফফাত আরা শেলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএফটিইউসি সাধারণ সম্পাদক এ আর চৌধুরী রিপন, বিলস্ সিনিয়র প্রশিক্ষক খন্দকার আব্দুস সালাম, বিলস্ যুব পাঠচক্রের সমন্বয়কারী মনিরুল কবির প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ বলেন, "আজকের যুবরাই আগামী দিনের শ্রমিক কর্মচারী। তাদের নিরাপদ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নের ধারাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।"

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যুবাদের আত্মকর্মসংস্থান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসাথে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। কর্মস্থলে যুবা-শ্রমিকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্যতর কর্মী হিসাবে গড়ে তুলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।"

যুব দিবসে সংহতি প্রকাশ করেন বিএমএসএফ সাধারণ সম্পাদক মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর, সাধারণ সম্পাদক এড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান, যুগ্ম সম্পাদক শাকিল আক্তার চৌধুরী, বিএসএসএফ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন বাগু, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুল আহসান, আইটিইউসি-বিসি সেক্রেটারী জেনারেল নূরুল ইসলাম খান নাসিম, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ।

যুব কমিটির আব্দুল হালিম, এ কে এম রফিকুল ইসলাম, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ আবুল কালাম, সরোয়ার জাহান, আফসানা আক্তার, শফিকুল ইসলাম নাঈম, রহিমা আক্তার রূপা, এবং যুব কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ খোরশেদ আলম বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন বিএফটিইউসি সাধারণ সম্পাদক এ আর চৌধুরী রিপন

বন্ধ হয়নি মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার, কর্মী নিয়োগে পরিবর্তন আসছে

বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়নি। তবে, বিদ্যমান কর্মী নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে দেশটি। অভিবাসী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার সিন্ডিকেট অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন আনছে দেশটি। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত দুই বছরে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসাজশে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকদের পঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দুই বছরে কমপক্ষে ২০০ কোটি রিঙ্গিত (৪ হাজার ৮০ কোটি ৩ লাখ টাকা) হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের তদন্ত ও শ্রমিক পাঠানোর পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি। আগস্ট মাসে এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে জানায় মালয়েশিয়া।

জানা গেছে, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর ২০১৩ সালে সরকারি পর্যায়ে (জি টু জি) পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নেওয়া শুরু করে মালয়েশিয়া। ২০১৬ সালে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বয়ে 'জি টু জি পাস' পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার সমঝোতা হয়। পাঁচ বছর মেয়াদি এই সমঝোতা চুক্তির আওতায় দশটি জনশক্তি রপ্তানিকারক এজেন্সিকে লোক পাঠাতে অনুমোদন দেওয়া হয়।

আলোচিত এই ১০ প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিক ইস্টার্ন, প্রান্তিক ট্রাভেলস, ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল, বদরুল আমিনের ক্যারিয়ার ওভারসিজ, আইএসএমটি হিউম্যান রিসোর্স, সনজরী ইন্টারন্যাশনাল, রাব্বী ইন্টারন্যাশনাল, প্যাসেজ অ্যাসোসিয়েটস, আমিন ট্যুরস ও আল ইসলাম ওভারসিজ।

মালয়েশিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে আর জিটুজি পাস পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগ হবে না। অনলাইন নিবন্ধন ছাড়া সরাসরি বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগ করার কথা ভাবছে মালয়েশিয়া। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কোন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার আগে মালয়েশিয়া এভাবে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করছে। অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এটি জানিয়েছে মালয়েশিয়া।

চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গা কারখানায় প্রথম গ্রীন জাহাজ

দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রীন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত পিএইচপি ফ্যামিলির মালিকানাধীন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে এসেছে প্রথমবারের মত গ্রীণ (বিশেষায়িত) জাহাজ "ওরি ভিটোরিয়া"। ৩১ জুলাই জাহাজটি সীতাকুন্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়ের শিতলপুর এলাকায় পিএইচপি ইয়ার্ডে বিচিং করে।

২৭ হাজার মেট্রিকটন ওজনের এ জাহাজটি ১৯৮৯ সালে তৈরি করেছিল জাপানের নিপ্পন কোকান শিপ ইয়ার্ড। জাহাজটির ধারণ ক্ষমতা ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬ মে.টন। জাহাজটির ক্রয়মুল্য একশত কোটি টাকা। বিশাল এই জাহাজটি আমদানির জন্য পিএইচপি থেকে আনুমানিক আট কোটি টাকা সরকার রাজস্ব ও শুল্ক পাবে। গ্রীণ শিপ ইয়ার্ড অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব এসব জাহাজের বৈশিষ্ট্য হলো পরিবেশ সুরক্ষা এবং একই সঙ্গে জাহাজ কাটার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

হংকং কনভেনশন অনুযায়ী এ ধরণের জাহাজ মালিকরা জাহাজের কোন অংশে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক বর্জ্য রয়েছে, সে ব্যাপারে আগাম তথ্য দিয়ে থাকেন জাহাজ ক্রেতাদের। সাধারণত অন্য জাহাজগুলোতে বর্জ্য সংক্রান্ত কোন তথ্য আগাম দেয়া হয় না। এধরণের জাহাজ বিক্রির পূর্বে জাহাজ মালিকরা ক্রেতাদের ইয়ার্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন, সেটি আদৌ গ্রীন শিপ ইয়ার্ড কিনা। এধরণের জাহাজ বিক্রির পর সেটি কাটতে বা ভাঙ্গতে গিয়ে দুর্টনায় কোন প্রাণহানি ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে বেশ বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হয়। এই বির্তকে সেইসব জাহাজের মালিকদের কোম্পানী শেয়ার মার্কেটে দরপতনের ঘটনা ঘটে। এ আশঙ্কায় হংকং কনভেনশনের সার্টিফিকেটধারী গ্রীন ইয়ার্ডের কাছে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে পুরানো জাহাজ বিক্রিকে অগ্রাধিকার দেয়। পিএইচপি শিপব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে নিরাপদ ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে জাহাজ কাটার জন্য গ্রীন সার্টিফিকেট দেয় ইটালির আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি।

২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে কর্মক্ষেত্রে ৫৫৯ শ্রমিক নিহত

বিল্‌স এর কর্মক্ষেত্র জরীপ অনুযায়ী ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে কর্মক্ষেত্রে ৫৫৯ জন শ্রমিক নিহত এবং ২১১ জন শ্রমিক আহত হয়েছে।

জরীপে দেখা গেছে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে। এ খাতে সর্বোচ্চ ২০৮ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৪ জন শ্রমিক আহত হয়েছে। নির্মাণ খাতে ৭৭ জন শ্রমিক নিহত এবং ৫১ জন শ্রমিক আহত, দিনমজুর ৩৭ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত, পাথর উত্তোলনে ২৬ জন, প্রবাসী শ্রমিক ১২ জন, মৎস্য শ্রমিক ১১ জন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ৪ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এছাড়া কৃষি খাতে ৯২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে এসময়ে ২৮ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন।

জরীপে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে দেখা গেছে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে ৩২৪টি, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে ৬১টি, উপর থেকে নির্মাণ সামগ্রী পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ৩৯ টি, দেয়াল ধসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে ৩২টি।

সহিংসতায় ১৩০ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৩১ জন শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে পরিবহন খাতে ৩৬ জন শ্রমিক নিহত এবং ১২ জন আহত, কৃষি খাতে ১৩ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত, গার্মেন্টস খাতে ১৪ জন নিহত এবং ১৩ জন আহত, গৃহশ্রমিক ১০ জন নিহত এবং ১৩ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এছাড়া ৯৪ জন শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ ছয় মাসে ১৭০টি শিল্প বিরোধের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গার্মেন্টস খাতে ৫৮টি, পরিবহন খাতে ১৫টি, সংবাদ মাধ্যম ১০টি, পাট কলে ৮টি, শিক্ষা খাতে ১১টি এবং বিড়ি শিল্পে ৮টি বিরোধের ঘটনা ঘটে। শিল্প বিরোধের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, বকেয়া বেতন, কারখানা বন্ধ, অধিকার এবং বিভিন্ন দাবি। এসব কারণে শ্রমিকরা ৩৩ বার বিক্ষোভ, ৩২ বার মানববন্ধন, ১৯ বার র‍্যালি এবং সমাবেশ, ১৯ বার কর্মবিরতি, এবং ১৮ বার মহাসড়ক অবরোধ করে।

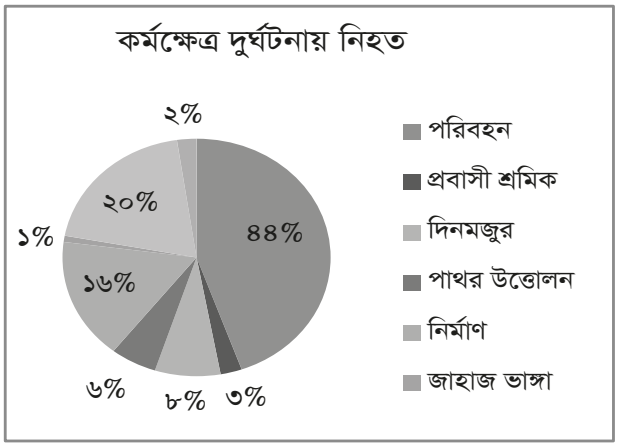

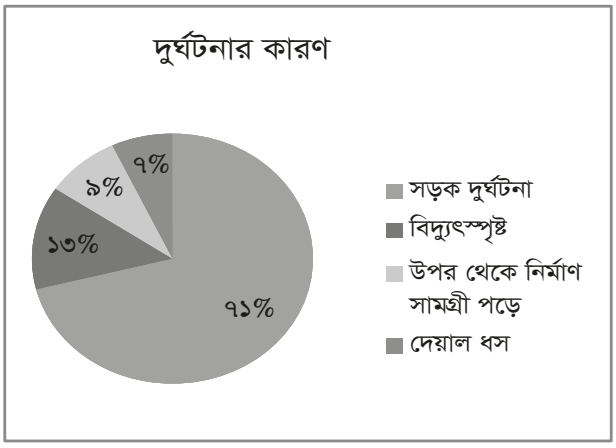

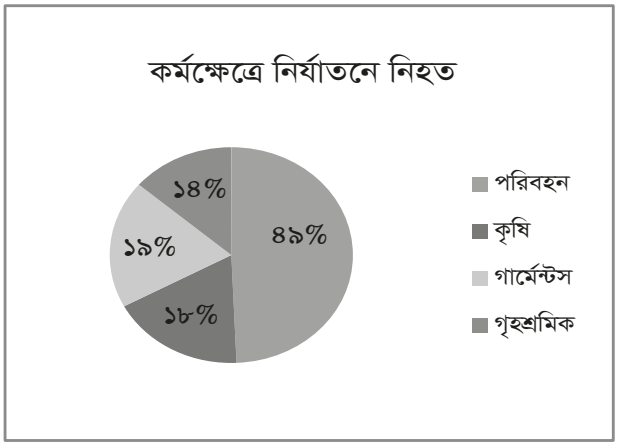

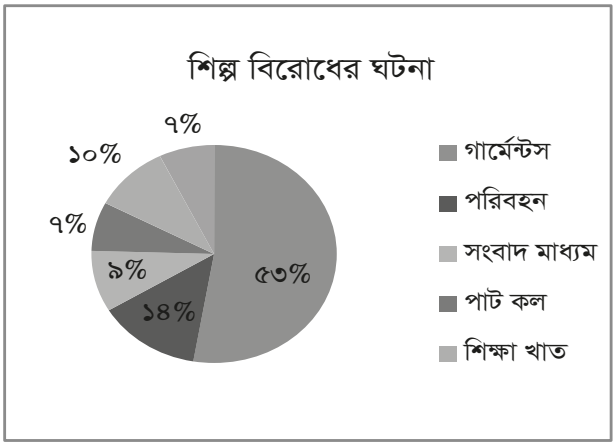

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এ সংখ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাসমূহ তুলে ধরা হলো:

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নিরাপত্তা (গত সংখ্যার পর)

৬৩। যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা।-- (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতি সম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে, যথাঃ--

(ক) কোন প্রাইম-মোভার যন্ত্রের প্রত্যেক ঘূর্ণায়মান অংশ, এবং উহার সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক ফ্লাই হুইল;

(খ) প্রতিটি ওয়াটার হুইল এবং ওয়াটার টারবাইনের উভয় মুখ;

(গ) লেদ মেশিনের মুখ অতিক্রমকারী প্রতিটি স্টক বারের অংশ; এবং

(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলি এমন অবস্থায় থাকে বা এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকিলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে--

(১) বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের প্রত্যেকটি অংশ,

(২) ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি অংশ,

(৩) যে কোন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত মতে কোন যন্ত্রপাতি নিরাপদ কিনা– ইহা নির্ণয়ের ব্যাপারে ধারা-৬৪ এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত কোন যন্ত্রপাতি পরীক্ষা বা চালু করিয়া দেখার ঘটনাটি ধর্তব্যে আনা হইবে না।

(২) যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোন বিধানের হানি না করিয়া, ঘূর্ণায়মান প্রত্যেক শেফট, স্পিনডল হুইল অথবা পিনিয়ন এর প্রত্যেক সেট-স্ক্রু, বোল্ট এবং চাবি এবং চালু সকল স্পার, ওয়ার্ম এবং অন্যান্য দাঁতওয়ালা বা ফ্রিকশন গিয়ারিং, যাহার সংস্পর্শে কোন শ্রমিক আসিতে বাধ্য, উক্তরূপ সংস্পর্শে আসা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য উলিখিত কলকব্জা মজবুতভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।

৬৪। চলমান যন্ত্রপাতির উপরে বা নিকটে কাজ।-- (১) যে ক্ষেত্রে, কোন প্রতিষ্ঠানে ধারা ৬৩ এর অধীন চলমান কোন যন্ত্রপাতির কোন অংশ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, অথবা উক্তরূপ পরীক্ষার ফলে চলমান যন্ত্রপাতির বেল্ট চড়ানো এবং নামানো, তৈলাক্তকরণ অথবা সুবিন্যস্তকরণের কোন কাজ করিতে হয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ পরীক্ষা বা চালনা এতদব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন পুরুষ শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে, এবং উক্ত শ্রমিককে ঐ সময়ে আটো-সাটো পোষাক পরিতে হইবে, এবং তাহার নাম এতদউদ্দেশ্যে নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যখন উক্ত শ্রমিক এই প্রকার কাজে নিযুক্ত থাকিবেন, সে সময় তিনি কোন ঘূর্ণায়মান পুলিতে সংযুক্ত বেল্ট নাড়াচাড়া করিবেন না, যদি না বেল্টটি প্রস্থে ১৫ সেঃ মিঃ এর নীচে হয় এবং উহার জোড়া সমতল ও ফিতা দিয়ে আটকানো থাকে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান কোন নির্দিষ্ট অংশের পরিষ্কারকরণ, তৈলাক্তকরণ, সুবিন্যস্তকরণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৬৫। স্ট্রাইকিং গিয়ার এবং শক্তি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পন্থা।--

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে–

(ক) উপযুক্ত স্ট্রাইকিং গিয়ার এবং অন্যান্য কার্যকর যান্ত্রিক সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হইবে যাহা ট্রান্সমিশন যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দ্রুত এবং শথ পুলিতে বা পুলি হইতে ড্রাইভিং বেল্টকে চালানোর জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং উক্তরূপ গিয়ার বা কলকব্জা এমনভাবে প্রস্তুত, স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উক্ত বেল্টের প্রথম পুলিতে ক্রুপিং বেক নিরোধ করা যায়;

(খ) যখন কোন ড্রাইভিং বেল্ট ব্যবহারে থাকিবে না, তখন ইহা কোন চলন্ত শেফ্টের উপর রাখা যাইবে না।

(২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক কর্মকক্ষে চলমান যন্ত্রপাতি হইতে জরচরী অবস্থায় শক্তি বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৬৬। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি।-- কোন প্রতিষ্ঠানের কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কোন চলমান অংশ এবং উহাতে বাহিত কোন দ্রব্য যাহার উপর দিয়া চলাচল করে, উহা যদি এমন কোন স্থান হয় যাহার উপর দিয়া কোন ব্যক্তিকে কর্তব্য সম্পাদন বা অন্য কোন কারণে চলাচল করিতেই হয়, তাহা হইলে, উক্ত যন্ত্রপাতির অংশ নহে এমন কোন স্থির কাঠামো হইতে ৪৫ সেঃ মিঃ এর মধ্যে উহাকে বহির্মুখী অথবা অন্তর্মুখী চলাচল করিতে দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে, এই ধারার ব্যতিক্রম ভাবে স্থাপিত কোন যন্ত্রপাতিকে প্রধান পরিদর্শক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত উহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের শর্তে, উহার ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net
www.bilsbd.org